দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 05 2002

কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে পশ্চাদপদ ও কোণঠাসা করে রাখতে চাইছে

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (শুক্রবার) শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেছেন, কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে পশ্চাদপদ ও কোণঠাসা করে রাখতে চাইছে। কিন্তু বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মেধার বিকাশ ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইতোমধ্যে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী বছর থেকে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্ররা বিনামূল্যে সরকারী বই পাবে। তিনি বলেন, ধর্মবিমুখ জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের ধর্মচিন্তাকে লালন করেই বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করেছে। কিন্তু ইসলাম সর্বকালের সেরা ধর্ম হলেও আমরা ধর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের মধ্যে আজ কোরআন-হাদীস ও ধর্মের চর্চা নেই।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী স্পন্দন ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। বিয়াম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। বক্তব্য রাখেন, মাওলানা আব্দুল সোবহান, আলহাজ মোহাম্মদ আবুল কালাম, মাওলানা কাজী জিয়াউল হাসান, স্পন্দনের পরিচালক এডভোকেট শফিকুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটির সভাপতি

২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহমদ সেলিম রেজা।

জনাব এহসানুল হক মিলন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষিতরা অবহেলিত আজ তাদের নিজেদের কারণে। মাদ্রাসা বোর্ডে আজ যারা দুর্নীতি করছে, তারা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষতি করছে না, তারা ইসলামেরও ক্ষতি করছে। বোর্ডের দুর্নীতি দমনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষা কমিটির অধীনে পৃথক সাব কমিটি গঠনের উল্লেখ করেন। প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলি আর সাধারণ শিক্ষার কথাই বলি, কোন শিক্ষাই আজ পূর্ণাঙ্গ নয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক জীবন দর্শনের সমন্বয় নেই। প্রচলিত শিক্ষায় ধর্ম ও জীবনের সমন্বয় নেই। এভাবে জাতির কল্যাণও হতে পারে না। তিনি বলেন, আজ সারাবিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত কেন? আফগানিস্তানে হামলা কেন? ইসলামী চিন্তাবিদদের তা নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে নতুন শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা এখন অনেক আধুনিক ও উন্নত হয়েছে। মেয়েরাও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় এসব মাদ্রাসা শিক্ষিত মেয়েরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সরকারকে তার উন্নয়নের চিন্তা করতে হবে।

আহমদ সেলিম রেজা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষিত জনশক্তি কর্মক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারকে মাদ্রাসার ছাত্রদের বিসিএস দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

এডভোকেট শফিকুর রহমান বলেন, মাদ্রাসার ছাত্ররা যেন মেধাক্রমে কখনই ৫ পয়েন্ট পেতে না পারে বিগত সরকার সে ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে গেছে।